প্রতিক্রিয়া

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কেন?

ওমর ফারুক রুবেল

গত ২৭ জুলাই, '৯৮ তারিখে ভোরের কাগজ-এর অভিমত বিভাগে 'ছাত্ররাজনীতি বন্ধের আগে কিছু প্রশ্ন' শীর্ষক সীমান্ত তালুকদারের লেখাটি মনোযোগ সহকারে পড়লাম। লেখাটির জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতেই হচ্ছে। কারণ তার লেখায় এমন কতোগুলো দিক তুলে ধরে প্রশ্ন করা হয়েছে যা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে যারা কথা বলেন, লেখেন, তারা সচরাচর এড়িয়ে যান। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করার তাগিদ অনুভব করেই আমার এই লেখা।

আমিও একজন ছাত্র রাজনৈতিক কর্মী। ছাত্ররাজনীতির আজকের হতাশাময় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমিও আমার এ পরিচয়ে গর্ব বোধ করি। কারণ হতাশাময় হলেও প্রচলিত রাজনীতির সবটুকুই অন্ধকার নয়। এখনো আলোর পথ আছে। সুস্থ ধারার ছাত্র সংগঠন আছে। ছোট হলেও স্বাধীন, স্বকীয়, স্বত্তাধিকারী ছাত্ররাজনীতির অনুশীলন আছে। আর তাই সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যখন ছাত্ররাজনীতি বন্ধের কথা বললেন, তখন দুঃখ পেলেও বিচলিত হইনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও যখন একই মতের কথা বললেন, তখন কিছুটা বিচলিত হলেও পাত্তা দিইনি।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির বক্তব্য মূলত ছিল সন্ত্রাস সমস্যা বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসজনিত সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই প্রেক্ষিতে। তিনি ছাত্ররাজনীতিকেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এটা কি ঠিক?

ধরা যাক বাংলাদেশের সব ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করা হলো বা বন্ধ করে দেওয়া হলো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। পুলিশি তৎপরতায় সব অস্ত্রগুলোও উদ্ধার হয়ে গেলো। কিন্তু সন্ত্রাসীরা শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ভালো মানুষ সেজে রয়ে গেলো। অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহের গোপন উৎসগুলো খোলা থাকলো। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা পেলো। ক্যাম্পাসে রাতারাতি একই চেহারার ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হলো কয়েকটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংগঠন। অতঃপর সাংস্কৃতিক আন্দোলন, দাবি-দাওয়ার কথা তুলে শুরু হলো পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি এবং সংঘর্ষ। এখানে সন্ত্রাসের জন্য কাকে দোষ দেবেন আপনি? আসলে সন্ত্রাস সমস্যা ছাত্ররাজনীতির নয়, সমস্যা সন্ত্রাসের উৎসে। আর ছাত্ররাজনীতি কখনো সন্ত্রাসের উৎস ছিল না, এখনো নেই। সুতরাং সন্ত্রাস সমস্যার কথা বলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

আমরা জানি কোনো সংকটের প্রধান কারণ থাকে মূলত একটি, কিন্তু অপ্রধান কারণ থাকে অনেক। ছাত্ররাজনীতির বর্তমান যে সংকট তাতে প্রধান কারণ হিসেবে স্বাধীন, স্বকীয়, স্বত্তাধিকারী ছাত্ররাজনীতির অনুশীলন না করাকেই নির্দিষ্ট করা যায়।

স্বাধীন, স্বকীয়, সত্তাধিকারী ছাত্ররাজনীতির অনুশীলন– একটি উন্নত মানসিক শর্ত। একে গড়ার জন্য শিক্ষার দায় অনেকখানি। ছাত্র, শিক্ষা ও ছাত্ররাজনীতির আজ যে ভয়াবহ চিত্র, এর পিছনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দীনতা জড়িত। আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা ঔপনিবেশিক মানসিকতাপূর্ণ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা অর্জনের চেয়ে আজ্ঞাবহ কর্মচারী তৈরি করে। জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক করে। এই শিক্ষা আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে না। যে কারণে খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে ছাত্রীরা লাঞ্ছিত হয়েছিল, কয়েকদিন পরের নির্বাচনে সে ছাত্র সংগঠনকেই ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে। এটা মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মারাত্মক অবক্ষয় ও গভীর সংকটের প্রমাণ দেয়।

ছাত্ররা রাজনীতি করবে কি করবে না তা যেমন তাদের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না, তেমনি কোনো সরকারি বিধি নিষেধের ফলেই ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতি নির্ভর করে বাস্তব পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর।

আমি নিজেকে সচেতন ছাত্রসমাজের সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত মনে করি যারা ছাত্ররাজনীতির বর্তমান কাঠামো পরিবর্তনে ইচ্ছুক- যদিও সন্ত্রাসের কাছে আমাকে অনেক বার অসহায়ত্ব বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের সংখ্যা সন্ত্রাসীদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। প্রয়োজন একটু আত্মত্যাগ, দুষ্টকে দুমড়ে মুচড়ে দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন মানসিকতার।

আমি মনে করি, একজন ছাত্রনেতা শুধু সাংগঠনিক নেতা হয়েই বসে থাকবেন না। তাকে নিতে হবে সমাজ – নেতার ভূমিকা। যেখানে দল, মত সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান পাবে স্বদেশপ্রীতি এবং মানবতা।

ছাত্ররা রাজনীতি করবে কি করবে না তা যেমন তাদের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না, তেমনি কোনো সরকারি বিধি নিষেধের ফলেই ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতি নির্ভর করে বাস্তব পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর। সে প্রেক্ষিতে আজ যদি জোর করেই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে বর্তমান সমাজের যে দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো শেষ অবস্থাটুকুও জাতি হারাবে, এ কথা এক রকম নিশ্চিত করেই বলে দেওয়া যায়।

যদি সুস্থ, সুন্দর, নীতিনির্ধারণী একটি সমাধান আমাদের দেওয়া হয়; তবে আমরা সচেতন ছাত্র রাজনৈতিক সমাজ অবশ্যই তা গ্রহণ করবো। এ ব্যাপারে গত বছরের জুন মাসে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে সম্মানিত সিনেটরগণ ছাত্ররাজনীতি প্রসঙ্গে যে নীতিমালা সমন্বিত প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, সেগুলো অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

ওমর ফারুক রুবেল : ছাত্রনেতা। সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (চু-ক), চট্টগ্রাম মহানগর শাখা।

তারিখ ... 20 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪